Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-12-2025 15:24 Page 1

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
যোগাযোগ
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
১৯ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। শনিবার. ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
যোগাযোগ
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি
অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি
জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা
ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-12-2025 15:24 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৯ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। শনিবার. ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

দিল্লি যেন বিভীষিকা! 'আর কখনও যাব না', বাংলায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন সোনালি

শনিবারও অব্যাহত ইন্ডিগোর পরিষেবা বিপর্যয়! ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতায় ফেরার বার্তা কর্তৃপক্ষের

মধ্যরাতে শুরু গুলিবর্ষণ! ফের উত্তেজনা পাক-আফগান সীমান্তে

শীতের খেলা শুরু

সপ্তাহান্তে পারদ আরও নামবে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ খেলা শুরু করে দিল শীত। পারদ নামছে। শনিবার থেকে রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে অন্তত ২ ডিগ্রি করে কমবে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। তারপর আগামী দু' দিন তাপমাত্রা একই থাকবে। উত্তরবঙ্গে আবার তাপমাত্রা আরও কমেছে। দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, চলতি বছর জাঁকিয়ে শীত পড়বে। কলকাতায় শনিবার এক ধাক্কায় তিন ডিগ্রি নেমেছে তাপমাত্রা। শুক্রবার যেখানে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে শনিবার তা ১৪ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম। শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৪০,৮৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জেলায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০,১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছেছে। জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরের উপর এই মুহূর্তে কোনও নিম্নচাপ অঞ্চল নেই। ফলে উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশে বাধা নেই। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে শীত আরও বাড়বে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গে আরও অন্তত দু'ডিগ্রি কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। সর্বত্র শুকনো আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।শীতের সঙ্গে বাড়বে কুয়াশাও। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলায় সকালের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকবে। এর ফলে যান চলাচলেও সমস্যা হবে স্বাভাবিকভাবেই। শনিবার ভোরের দিকে কলকাতাতেও হালকা কুয়াশা ছিল। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই জেলাগুলিতে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার থেকে ৯৯ মিটার পর্যন্ত নেমে আসতে পারে।মৌসম ভবন জানিয়েছে, এবার শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অনেক রাজ্যেই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং ঝাড়খণ্ডে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উত্তর, পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘন কুয়াশার দাপটের সম্ভাবনা। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ, সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০,৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃষ্টিতে ভিজতে পারে তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি।

হাসিনা কতদিন ভারতে থাকবেন?

প্রত্যর্পণের চাপের মধ্যে মুখ খুললেন জয়শংকরের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গত বছরের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তার পর থেকে তিনি ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন। ছাত্রজনতার আন্দোলনের সময়ে সে দেশে গণহত্যার অভিযোগে মামলা হয় হাসিনার বিরুদ্ধে। ওই মামলাতেই সম্প্রতি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে সে দেশের ট্রাইবুনাল। তার পরে ফের হাসিনাকে ফেরত চেয়ে দিল্লিতে চিঠি পাঠিয়েছে ঢাকা। কী করবে ভারত? এইচটি লিডারশিপ সামিটে এনডিটিভির সিইও এবং এডিটর-ইন-চিফ রাহুল কানওয়াল-শেখ হাসিনা নিয়ে ভারতের অবস্থান জানতে চান বিদেশমন্ত্রী এস

জয়শঙ্করের কাছে। প্রশ্ন ছিল হাসিনা যতদিন চান ততদিন কি ভারতে থাকতে পারবেন? জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, তিনি (শেখ হাসিনা) এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এসেছিলেন। ছাত্রজনতা বিক্ষোভের পর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বিবেচনা করেই তাঁর ওই পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু আবারও বলছি, এটা এমন একটি বিষয় যে তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মন তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরৎ চায়। যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সে দেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টার কথায়, আমরা অবশ্যই চাই, যেহেতু তিনি (হাসিনা) দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হোক। যাতে বিচার এবং শাস্তি কার্যকর করা যায়। হাসিনাকে ফেরৎ পাঠানো নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। কিন্তু ভারত যদি হাসিনাকে ফেরৎ না পাঠায়? তাহলে কী দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক ফের তলানীতে পৌঁছবে? এই প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ বলেছিলেন, আমার মনে হয়, শুধুই একটি বিষয়ে আমাদের সম্পর্ক আটকে থাকবে না। কারণ, বহুমাত্রিক সম্পর্ক তো সমস্ত পৃথিবীর দেশের সঙ্গেই আছে। ভারতের সঙ্গেও আছে।

আমাদের তিস্তার জল বলুন, বা বর্ডার কিলিং বন্ধ করা বলুন- এগুলিও তো শেখ হাসিনাকে ফেরৎ দেওয়া, না-দেওয়ার পাশাপাশি থাকবে। একটি তো আর একটির উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের ওই স্বার্থগুলি থেকেই যাবে।

পাঁচ ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপিত হবে ঃ চন্দ্রিমা

স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের আহ্বান

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা,কলকাতা ঃ সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কলকাতায় শুরু হওয়া সিআইআই পশ্চিমবঙ্গের ১৯তম হেলথকেয়ার ইস্ট অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান। এদিন অনুষ্ঠানটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমন্ত্রী রাজ্যের চিকিৎসা পর্যটন শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, বিদেশী পর্যটক আগমনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। এই

প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে ২.৫ কোটি পরিবার যুক্ত হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজ্যের শক্তিশালী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এই খাতে মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব শ্রী এনএস নিগম, আইএএস, স্বাস্থ্যসেবা বাজারের এমন নকশার পক্ষে সওয়াল করেন, যেখানে গুণমানের সঙ্গে আপস না করে সবার মুনাফা বাড়ে। তিনি টেলিমেডিসিনের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। সচিব জানান, রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে ২৩,০০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য জুড়ে পাঁচটি নতুন ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। মণিপাল ফাউন্ডেশনের সিইও শ্রী হরিনারায়ণ শর্মা রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, অর্থনীতির বিকাশের জন্য বৃহত্তর মহিলাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা খুব জরুরি।

পিয়ারলেস, বন্ধন গ্রুপ এবং অন্যান্য হাসপাতালের প্রতিনিধিরাও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ, গ্রামীণ অঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে ন্যায্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। এটি রাজ্যের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এক সম্মিলিত প্রচেষ্টার বার্তা দেয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-12-2025 15:24 Page 3

বাবা ভাঙ্গার ১০ রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী

২০২৬ নিয়ে নতুন জল্পনা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুলগেরিয়ার রহস্যময় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গাকে ঘিরে বহু ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে আলোচিত। 'বালকানের নস্ত্রাদামুস' নামে পরিচিত এই অন্ধ সাধিকার নামে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অনেকেই যাচাই করা যায় না, তবে জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে এগুলো ভীষণ প্রভাবশালী। নিচে ২০২৬ সালকে কেন্দ্র করে তাঁর নামে বহুল প্রচারিত ১০টি ভবিষ্যদ্বাণীর সারসংক্ষেপ দেওয়া হল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অনেক সূত্র দাবি করে যে বাবা ভাঙ্গা ২০২৬ সালে একটি বড় যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন;যা নাকি বিশ্বশক্তিগুলোকে জড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে কোন দেশ জড়াবে, কবে শুরু হবে বা কীভাবে বাড়বে;এসব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তাঁর নামে প্রচলিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়;২০২৬ সালে প্রবল ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাত এবং চরম আবহাওয়া বিশ্বের ৭,৮ শতাংশ স্থলভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদিও এই ধরনের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের কোনও প্রামাণ্য উৎস নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আধিপত্য, আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী বলছে;২০২৬ সালে এআই এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে মানবজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ তৈরি হবে। বাস্তবে এটি আধুনিক সমাজের উদ্বেগেরই প্রতিফলন; ভাঙ্গার কোনও সুনির্দিষ্ট উক্তি এতে পাওয়া যায় না। ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, কিছু জনপ্রিয় প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০২৬ সালে মানবজাতি নাকি ভিনগ্রহের প্রাণের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করবে। এমনকি একটি বিশাল মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত কল্পনাপ্রসূত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন। রাশিয়া থেকে নতুন বিশ্বনেতা, অনেকে বলেন, ভাঙ্গা নাকি রাশিয়া বা রাশিয়ার কোনও অঞ্চল থেকে একজন শক্তিশালী নেতার উত্থান্নের কথা বলেছিলেন, যাকে ভবিশ্বের অধিপতিদ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এর সময়কাল, প্রেক্ষাপট বা পরিচয় নিয়ে তাঁর কোনও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মিডিয়ার তথ্যমতে, তিনি নাকি ২০২৬ সালে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ধস;মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়া, ব্যাঙ্কিং সংকট, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদির কথা বলেছিলেন। তবে এসম্পর্কেও তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি নেই; এটি সমসাময়িক দুশ্চিন্তাকেই বড় করে দেখা। সোনার বাজারে অস্বাভাবিক ওঠানামা অনেকে দাবি করেন, ভাঙ্গা ২০২৬ সালে সোনার দাম অস্বাভাবিক আচরণ করবে বলে সতর্ক করেছিলেন। কেউ বলেন সোনার মান কমবে, কেউ বলেন আকাশছোঁয়া হবে। কেউ কেউ আবার বলেন, সোনাকে আর নিরাপদ আশ্রয় মনে করা হবে না। কিন্তু যাচাইযোগ্য উৎসে এর কোনও উল্লেখ নেই। জলবায়ু পরিবর্তনে বড় মোড়, ২০২৬ সাল নাকি জলবায়ু বিপর্যয়ের মোড় পরিবর্তনের বছর হবে। বন্যা, খরা, তীব্র আবহাওয়া এবং দুই-তৃতীয়াংশ বাস্তুতন্ত্রে বিপর্যয়। অনেকেই এটিকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সতর্কবার্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, ভাঙ্গার নাম এতে কতটা যুক্ত, তা নিশ্চিত নয়। এশিয়া বা চীনের দিকে প্রভাব, কিছু ব্যাখ্যায় বলা হয়;২০২৬ সালে চীন বা অন্য কোনও এশীয় শক্তি বিশ্বব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব বাড়াবে, সম্ভবত তাইওয়ান ইস্যু বা দক্ষিণ চীন সাগরকে কেন্দ্র করে বড় পরিবর্তন আসবে। এর উৎসও ব্যাখ্যা-ভিত্তিক, নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়। সামাজিক অস্থিরতা ও প্রযুক্তিগত বিপর্যয় পরিবেশগত সংকট, এবং রাজনৈতিক অস্থিতি শীলতার কারণে বিশ্বে সামাজিক বিপর্যয়ের কথা বাবা ভাঙ্গার নামে বলা হয়।

রসগোল্লার জন্য ভেঙে গেলো বিয়ে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিহারের বোধগয়ায় একটি বিয়েতে রসগোল্লা নিয়ে বিরোধ এমন জায়গায় পৌঁছল যে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান ভেঙে মারামারিতে গড়ায় এবং বিয়েটাই বাতিল হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ২৯ নভেম্বর এবং এর সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি বেশ আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে। জানা গেছে, সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছিল এবং বর-বধূ সাত পদক্ষেপের জন্য মণ্ডপে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময়েই অতিথিদের একটি অংশ অভিযোগ করে যে বিয়েতে পরিবেশন করা রসগোল্লার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। প্রথমে ছোটখাটো অনুযোগ হিসেবে শুরু হলেও খুব দ্রুতই তা দুই পক্ষের পরিবারের মধ্যে উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডায় পরিণত হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনেরা একে অপরের উপর চেয়ার ছুঁড়ছে, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি করছে এবং পুরো ভেন্যুতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও হোটেলের কর্মীরা সফল হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন কনের পরিবার পণের দাবিতে হয়রানি ও অসদাচরণের অভিযোগ তুলে বরের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্থানীয় পুলিশ এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি এবং অভিযোগপত্র পর্যালোচনা শেষে তদন্ত শুরু হবে বলে জানা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনাটি নিয়ে চলছে নানান প্রতিক্রিয়া এবং অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করছেন যে শুধুমাত্র রসগোল্লা নিয়ে এমনভাবে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। অনেকেই মন্তব্য করছেন, বিয়ের মতো উচ্চচাপের পরিস্থিতিতে বহুদিনের চাপা অসন্তোষ তুচ্ছ বিষয়ে বিস্ফোরিত হতে সময় লাগে না।বিয়ের পাত্রের বাবা মহেন্দ্র প্রসাদ নিশ্চিত করেছেন যে বিতর্কের মূল কারণ ছিল রসগোল্লার অভাব এবং তিনি দাবি করেছেন যে কনের পক্ষ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে পণ মামলা করেছে। তিনি আরও জানান যে বরের পরিবার বিয়ে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ছিল, কিন্তু কনের পক্ষ অনুষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। বরের মা মুননি দেবী অভিযোগ করে বলেছেন, মারামারির সুযোগে কনের পরিবারের লোকেরা তিনি যে গয়না উপহার হিসেবে বয়ে এনেছিলেন তা নিয়ে যায়। বরের পরিবারের দাবি, বিয়ের খরচের পাশাপাশি হোটেল বুকিংসহ বড় অংশের দায়িত্ব তারাই নিয়েছিলেন। বরের খুড়তুতো ভাই সুশীল কুমার জানান, তারা চেষ্টা করেছিলেন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করতে, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। ঘটনাটি এখনো তদন্তাধীন এবং বিয়ের ভেঙে যাওয়া নিয়েই দুই পরিবারে তীব্র ক্ষোভ ও দোষারোপের পরিবেশ বিরাজ করছে।

পুরুষ দেখলেই 'বাড়ি চলো'

ঘণ্টাচুক্তিতে ভাড়া পাওয়া যায় স্বামীও

এই দেশে পা রাখলেই হবে এক অন্য অভিজ্ঞতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশজুড়ে মহিলার তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফলে, মহিলারা চেয়েও স্বামী পাচ্ছেন না। অনেকে আবার সম্পর্কের জন্য পাড়ি দেন বিদেশে। এই দেশটির নাম লাটভিয়া। পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে তীব্র লিঙ্গ বৈষম্য তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে। অনেক মহিলা ঘরের কাজকর্ম সামলাতে সাময়িকভাবে 'স্বামী ভাড়া' নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনই এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ১৫.৫ শতাংশ বেশি। যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় লিঙ্গ-বৈষম্যের তিনগুণেরও বেশি। ৬৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে পুরুষের সংখ্যা আরও কম। ফলে, এই বয়সের কাছাকাছি পুরুষ এবং মহিলাদের সংখ্যার ব্যবধান আরও স্পষ্ট। ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই বয়সের গোষ্ঠীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রেই এই পুরুষ-সংকট চোখে পড়ে বলে জানাচ্ছেন লাটভিয়ার মহিলারা। দেশে বিভিন্ন উৎসব-সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন ডানিয়া নামে এক মহিলা। তিনি জানান, তাঁর প্রায় সব সহকর্মীই মহিলা। মহিলা সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে ভাল লাগলেও তাঁর মতে লিঙ্গের ভারসাম্য থাকলে আশেপাশের সামাজিক পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হত। তাঁর বন্ধু জেন জানান, দেশে উপযুক্ত পুরুষসঙ্গী খুঁজে পাওয়া কঠিন হওয়ায় অনেক মহিলা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন সম্পর্কের খোঁজে। দেশজুড়ে পুরুষ-সংকটের কারণে গৃহস্থালির নানা কাজ সারতে লাটভিয়ার অনেক মহিলা বর্তমানে 'হ্যান্ডিম্যান' বা 'স্বামী ভাড়া নেওয়া' পরিষেবার দিকে ঝুঁকছেন। জানা গিয়েছে, একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে এক ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে।

সেখানে প্লাম্বিং, কাঠের কাজ, রিপেয়ারিং থেকে শুরু করে টিভি ইনস্টলেশন পর্যন্ত করে দেওয়া হয়। অন্য আরও একটি পরিষেবা নামক একটি প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বা ফোনে 'এক ঘণ্টার স্বামী' বুক করা যায়। পুরুষ কর্মীরা এসে পর্দা লাগানো, রং করা, ছোটখাটো মেরামতির মতো কাজগুলি করে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, লাতভিয়ায় পুরুষদের তুলনামূলক কম আয়ু এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। বেশি হারে ধূমপান ও জীবনযাত্রাজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা পুরুষদের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস জানিয়েছে, লাতভিয়ার ৩১ শতাংশ পুরুষ ধূমপায়ী, যেখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১০ শতাংশ । এছাড়া অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার সমস্যাও পুরুষদের মধ্যে বেশি। তবে 'স্বামীভাড়া' নেওয়ার প্রবণতা শুধু লাটভিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয় ।যুক্তরাজ্যে ২০২২ সালে লোরা ইয়াং তাঁর স্বামী জেমসকে নানান গৃহস্থালি কাজের জন্য ব্যবসায়িকভাবে ভাড়া দেওয়া শুরু করেন ।এরপরই তা ব্যাপক সাড়া ফেলে। জেমস ঘণ্টা বা দিনের ভিত্তিতে কাজ করেন। তাঁর চাহিদা এখনও বিন্দুমাত্র কমেনি বলেই জানা যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-12-2025 15:24 Page 4

দেশে ফিরলেন সোনালী

পরিবার রইল ওপারে, সীমান্তে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বাংলাদেশের হেফাজত থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন সোনালী খাতুন ও তাঁর শিশু সন্তান।১৬২ দিন পর তিনি বাড়ি ফিরলেন।শুক্রবার মালদহের মহদিপুর স্থলবন্দর হয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন তাঁরা। কিন্তু একই সঙ্গে থাকা পরিবারের বাকি চার সদস্যকে ছাড়েনি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। ঠিক এই নিয়েই তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে মালদহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।ভারতে প্রবেশের পর সোনালী ও তাঁর শিশুকে প্রথমে সীমান্তে প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য তাঁদের মালদহ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়।চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মা ও শিশু দুজনেই আপাতত নিরাপদে আছেন।কিন্তু সীমান্তে উত্তেজনার মাত্রা বাড়তে থাকে যখ ন ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে পরিবারের চার সদস্যকে না ফেরানোর কারণ জানতে চান মালদহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহ-সভাপতি এটিএম রফিকুল এবং জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের সরাসরি প্রশ্নের জবাব দেননি। বরং দ্রুত সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান তিনি।এতেই ক্ষোভে তোলপাড় তৃণমূল শিবির।তাঁদের অভিযোগ,কেন্দ্র সরকার

বাংলার মানুষের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছে। প্রসেনজিৎ দাসের বক্তব্য,পরিবারের বাকি চার সদস্যকে অবিলম্বে ফেরত আনতে হবে।কেন্দ্র কী কারণে নীরব-তার জবাব দিতে হবে।সীমান্তে এমন রহস্যঘেরা পরিস্থিতি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। কেন একই পরিবারের দুই সদস্যকে ছাড়া হল, বাকি চারজনকে নয়-এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। তবে রাজনৈতিক চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা বাড়ছে খুব শীঘ্রই তাঁদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হতে পারে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছিল সোনালী খাতুন ও তার পরিবারের লোকেরা।বাংলা ভাষায় কথা বলায় সোনালী খাতুন ও তার পরিবারের মোট ছজনকে বাংলাদেশী বলে আসাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পুশব্যাক করে দেয় বিএসএফ।সেই সময় সোনালী গর্ভবতী ছিলেন।ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণ দেখানো সত্বেও বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করে দেয় বলে অভিযোগ।বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম।আদালতের নির্দেশের পর সোনালী খাতুন ও তার শিশু সন্তানকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়।বাকি আরও ৪ সদস্য এখনও বাংলাদেশে রয়েছে।

হুমায়ুন কবিরের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী

কমল মজুমদার ,নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির শনিবার দুপুরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। তার আগে এদিন সকালে রেজিনগরের মোরাদিঘিতে মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য দফতররে মন্ত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পুলিস দফতরের মন্ত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী, আরও অনেক দফতর নিয়ে তিনি বসে আছেন। এখানে জাতীয় মিডিয়া বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে যান। গিয়ে যদি দেখতে না পান মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটা বেডে তিন জন করে রোগী শুয়ে আছেন। কোনও রোগী বেড না পেয়ে নীচে শুয়ে আছেন। স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হচ্ছে। আর এই সরকারের নেতৃত্ব আমাকে বাবরি মসজিদ করতে বাধা দিচ্ছে। এর জবাব গোটা বাংলার মুসলমান সমাজ এই সরকারকে দেবে। বাংলাতে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৩৩ জন মুসলিম ভোট। তার মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ অবাঙ্গালি মুসলিম রয়েছেন।বৃহস্পতিবার বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি সভার সকালেই হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে এসেও ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফিরে যান। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন ২২ ডিসেম্বর নতুন দল গড়বেন। সেদিন আরও জোর দিয়ে জানান, ওই দল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে, তৃণমূলের বিরুদ্ধেও লড়বে।

বাংলায় ১৩৫ আসনে লড়বে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সভা থেকে নাম না করে হুমায়ুনকে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রীও।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তাক্ত নানুর , বুথ সভাপতিকে খুন , আহত ৫

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ একদা সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর হিসেবে পরিচিত হলেও বহুদিন রাজনৈতিক হানাহানি থেকে মুক্ত ছিল বীরভূমের নানুর। কিন্তু শুক্রবার রাতে সেই নানুর ফের রক্তাক্ত হল। তৃণমূলের অভ্যন্ত রীণ গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে থুপসারা অঞ্চলের পাতিছাড়া গ্রামে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাসবিহারী সর্দার ওরফে দোদন (৫০)-কে। এই হামলায় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫ জন অনুগামী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রাসবিহারী সর্দার এবং আহত সকলেই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, যারা এই হামলা চালিয়েছে, তারা প্রাক্তন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ এবং অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ আব্দুল কেরিম খ ান-এর অনুগামী। অর্থাৎ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল

নানুর।শুক্রবার রাতে জেলায় নবান্নের আমেজ থাকায় পাতিছাড়া গ্রামের নাটমন্দিরে আড্ডা চলছিল। সেই সময়ই একদল লোক লোহার রড, শাবল ও বাঁশ নিয়ে অতর্কিতে নির্বিচারে হামলা চালায়। হামলায় রাসবিহারী সর্দারকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। আহতদের কারও মাথা ফেটে গিয়েছে, আবার কারও শরীরে গুরুতর চোট লেগেছে।ঘটনার পর নিহত তৃণমূল নেতার দেহ জেলার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে না-নিয়ে গিয়ে, পূর্ব-বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একইভাবে, আহতদেরও চিকিৎসা চলছে মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই খুনের ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে গ্রামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্সের টহলদারি চলছে। স্থানীয়দের স্পষ্ট অভিযোগ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই নৃশংস খুন। যদিও, বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোনো শীর্ষ নেতা এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।কিছুদিন আগেই হাওড়ার নিশ্চিন্দা সাপুইপাড়া বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল ও তাঁর সহযোগীর উপর হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

বাংলায় মন্দির-মসজিদের কালচার আমদানি করল বিজেপি-তৃণমূল ঃ শতরূপ ঘোষ

নয়া জামানা,মালদা ঃ কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া সিপিআইএম-এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা এদিন সপ্তম দিনে মালদা শহর ছেড়ে এগিয়ে গেল মানিকচকের ভূতনীর উদ্দেশ্যে। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ মালদা শহরের এলআইসি মোড় থেকে বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু হয়। বাংলা বাঁচাও যাত্রায় নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম রাজ্যনেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি, সিপিআইএম রাজ্যনেতা শতরূপ ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র সহ একাধিক নেতা নেত্রী। তাদের উপস্থিতিতেই এল.আই.সি মোড় থেকে শুরু হওয়া বাংলা বাঁচাও যাত্রায় শতাধিক বাইক নিয়ে সিপিআইএম নেতাকর্মীরা মানিকচকের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাসের ঘোষণা প্রসঙ্গে মুখ খোলেন

সিপিআইএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি এবং সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ। তারা বলেন বাংলায় মন্দির, মসজিদ কালচার ছিল না। এই সংস্কৃতি আমদানি করল বিজেপি , তৃণমূল।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

শিক্ষার নতুন ঠিকানা

বিকাশ মিশন

লিখছেন

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

২০১২ সালে মালদার শাহবাজপুর মাস্টারপাড়ার ছোট্ট এক প্রাঙ্গণে মাত্র ২৫০ জন শিক্ষার্থী ও ১৪ জন শিক্ষককে নিয়ে যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা রূপ নিয়েছে জেলায় শিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে।সেই যাত্রার নাম- বিকাশ মিশন। প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে যাঁরা এই মিশনের ভিত রচনা করেছিলেন-মোহাম্মদ জুলফিকার আলী,মোহাম্মদ রাইস উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাদেক আলী,মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ শাফিউর রহমান, মোহাম্মদ আসাদুল হক, মোকাদ্দার শেখ ও মহম্মদ হাফিজুদ্দিন-তাঁদের নিরলস পরিশ্রমেই আজ এটি শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয় এটি একটি সামাজিক আন্দোলন।

শিক্ষার আলো ছড়ানোর মিশন

প্রতিষ্ঠালগ্নের সেই ক্ষুদ্র পরিসর আজ যেন স্মৃতির পাতায়।এখন পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয় এই প্রতিষ্ঠানে।ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৫০,এ, এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেড়ে ৫৫, এ।সংখ্যাই শুধু নয় প্রতিটি দিনেই বাড়ছে সম্ভাবনা, বিস্তৃত হচ্ছে স্বপ্নের পরিসর। শিক্ষার পাশাপাশি সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিতেই এখানে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠান পালিত হয়-বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা, শিক্ষক দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিশু দিবস, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসের পালন।

২৬ জানুয়ারি, ২৩ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্টের মতো দিনগুলোতে গোটা ক্যাম্পাস মেতে ওঠে জাতীয় চেতনার আবহে।

মেধা যাচাইয়ের পথ উন্মুক্ত

শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয় বিকাশ মিশনের শিক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা যাচাই করতে নিয়মিত অংশ নেওয়া হয় রাজ্যস্তরের বিভিন্ন মেধা প্রতিযোগিতায়

স্টেট অলিম্পিয়াড

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

আইডিয়াল ট্যালেন্টসার্চ

গরিবদের পরীক্ষাগুলি

এই সব ক্ষেত্রেই বারবার সাফল্য দেখি য়েছে বিকাশের ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে ২০২২, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে রাজ্যস্তরে একাধিক সাফল্য তাদের জেলায় আলাদা পরিচয় দিয়েছে।

স্বপ্নপূরণের চূড়ায়-শিক্ষার্থীদের ডাক্তার হওয়ার সাফল্য

বিকাশ মিশনের আরেকটি গর্বের জায়গা হলো ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ও ইতিমধ্যেই ডাক্তার হয়ে উঠা শতাধিক ছাত্রছাত্রী।বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ডাক্তারি পড়ছে অথবা ডাক্তার হিসেবে কর্মরত।

তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

পিন্টু সরকার,নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ

মোজাম্মিল হক, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ

প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল,এজেএম মেডিকেল কলেজ

এই সাফল্য শুধু বিকাশ মিশনের নয় এটি শাহবাজপুরের মাটির সাফল্য, মালদার গর্ব।

ডিজিটাল শিক্ষার ছোঁয়া

শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে ক্লাসরুমে এসেছে ডিজিটাল সুবিধা। স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পড়ানো, অনলাইন রেসোর্স ব্যবহারের সুযোগ, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট-সব মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বিকাশ মিশন।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে গ্ধক্ক প্রস্তুতিতে প্রতিষ্ঠানটি আলাদা খ্যাতি অর্জন করেছে।

প্রধান শিক্ষকের চোখে বিকাশ মিশন

বিকাশ মিশনের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জুলফিকার আলী জানান- সকলের নিরলস পরিশ্রম আর একাগ্র চেষ্টার ফলেই আজ বিকাশ মিশন মালদা জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। অভিভাবকদের বিশ্বাস, শিক্ষকদের শ্রম আর ছাত্রছাত্রীদের নিষ্ঠাই আমাদের মূল শক্তি। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরও ভালো ফল করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি আশাবাদী।শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি চরিত্র গঠনের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

একটি পরিবার,একটি দায়বদ্ধতা

শুধু শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নয় পুরো এলাকার মানুষের কাছে বিকাশ মিশন এক বিস্তৃত পরিবারের নাম। অভিভাবক-শিক্ষক সভা,নিয়মিত প্রাপ্য পরামর্শ, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা সব কিছু মিলিয়ে এটি আজ একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপরিবেশ।

বিকাশ মিশনের শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় নয়-নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধেও এগিয়ে।

১৩ বছরের যাত্রাসংগ্রাম থেকে সাফল্য

২০১২ থেকে ২০২৫-সময়ের স্রোতে পেরিয়ে গেছে তেরোটা বছর।কিন্তু এই সময়ের প্রতিটি ধাপে লুকিয়ে আছে লড়াই, ঘাম, পরিশ্রম এবং এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

একসময় ছোট্ট কক্ষে শুরু হওয়া ক্লাস আজ আধুনিক ভবনে চলছে। কমপিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সবকিছু বহন করছে বিকাশের অগ্রযাত্রার সাক্ষ্য।পরিসংখ্যানের চেয়ে বড় কথা এখ ানকার ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের জীবন বদলাচ্ছে। কেউ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, কেউ দারিদ্র্যের ঘেরাটোপ পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মেডিক্যালে,কেউ বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, কেউ শিক্ষক হয়ে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

শিক্ষালয়ের প্রসার ও শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে

বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাবকে আরও উন্নত করা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নতুন বিভাগ সংযোগ

গ্ধক্ক,জ্বক্ক কোচিংয়ে আরও আধুনিক ব্যবস্থা

গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেল শক্তিশালী করা

বিকাশ মিশনের লক্ষ্য একটাই পাশাপাশি থাকা, এগিয়ে যাওয়া, এবং সমাজকে আরও শিক্ষিত ও মানবিক করে তোলা। বিকাশ মিশনের এই দীর্ঘ পথচলা শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গল্প নয় এটি গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাবিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। যারা স্বপ্ন দেখেছিল তারাই দেখিয়েছে কীভাবে কঠিন পথ পেরিয়ে সাফল্য অর্জন করা যায়। আজ বিকাশ মিশন মালদার মানুষের গর্ব, শাহবাজপুরের হৃদয়, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশার আলো।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।